গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২
www. moef.gov.bd

নং-২২.০০.০০০০.০৭৯.১৪.০৭১.১৬.১৩১

তারিখ ঃ ২৫/০৪/২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয়: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and Reforestation (ICBA-AR) Programmes in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন **'Integrating Community-based Adaptation into Afforestation and Reforestation (ICBA-AR) Programmes in Bangladesh'** শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এক বিশেষ সভা গত ১৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার ICBA-AR Programmes এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) জনাব মোঃ নূরুল করিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: কার্যবিবরণী।

২৫.০৪.১৭
(মোঃ আবুল হাশেম)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৪০২৬০

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR Programmes, ভূমি মন্ত্রণালয় অংগ ও উপ-প্রধান, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR Programmes, বন অধিদপ্তর অংগ ও বন সংরক্ষক (চ:দা:), কোস্টাল সার্কেল বরিশাল।
৩। প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR Programmes, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অংগ ও উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরগুনা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR Programmes, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট অংগ ও বিভাগীয় কর্মকর্তা, প্ল্যান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ, বিএফআরআই, রূপাতলী, বরিশাল।
৫। প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR Programmes, পানি উন্নয়ন বোর্ড অংগ ।
৬। প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR Programmes, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর অংগ ।
৭। প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR Programmes, মৎস্য অধিদপ্তর অংগ ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

১। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বনভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন (২য় তলা) মতিঝিলবা/এ, ঢাকা-১০০০।
৫। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
৬। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৭। পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
৮। জনাব আরিফ মোঃ ফয়সল, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ।
৯। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ICBA-AR Programmes
১০। কমিউনিকেশন অফিসার, ICBA-AR Programmes
১১। মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার, ICBA-AR Programmes
১২। অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। উপ-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২

বিষয়ঃ 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বনায়ন ও পুন:বনায়নে কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মোঃ নূরুল করিম, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR প্রকল্প
সভার তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়: সকাল ০৩:০০ ঘটিকা ।
স্থান: কক্ষ নং ১৩০৫, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি: পরিশিষ্ট-'ক'।

১.০. **স্বাগতঃ** পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও ICBA-AR প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল করিম বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের প্রকল্প পরিচালকদের বিশেষ সভায় যোগদানের জন্য স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্পটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প। কারণ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সরকারের সাতটি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রকল্পটি পূর্বোক্ত 'সিবিএসিসি' প্রকল্পের ফলোআপ হওয়ায় এর সফল কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে ICBA-AR প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বলেন, নানাবিধ কারণে প্রকল্পটি যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। তাই আজকের এ সভার মূল উদ্দেশ্যই হলো চলতি অর্থবছরে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যবহারে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২.০. **বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও চার বছর মেয়াদী বাজেট উপস্থাপন**

জাতীয় প্রকল্প পরিচালকের সন্মতিক্রমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক প্রকল্পের দলিল অনুসারে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের দায়িত্ব-কর্তব্য ও চার বছর মেয়াদী বাজেট উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়:

- বনজ-ফলজ-মৎস বা থ্রি এফ মডেল ছিল সিবিএসিসি প্রকল্পের একটি পুরুস্কৃত কর্মসূচি। এই কর্মসূচিটি নতুন প্রকল্পেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে ৫০০ জলবায়ু বিপদাপন্ন পরিবার আয়বর্ধন ও পুষ্টিগত সুবিধা পাবেন। এ খাতে বন বিভাগের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৩২৫,০০০ ইউএস ডলার। এছাড়া ৬৫০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়ন/পুন:বনায়নে বন বিভাগকে আরও ৩৯০,০০০ ইউএস ডলার ও মেইনটেন্যান্স এর জন্য ১০,০০০ ইউএস ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বন বিভাগকে ম্যানগ্রোভ বনায়ন/পূন:বনায়নে কারিগরি পরামর্শ, গবেষণা লব্দ জ্ঞান সরবরাহ, ম্যানগ্রোভ চারা সংগ্রহ ও নার্সারী প্রতিষ্ঠার সহায়তা দেবে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও হর্টি কালচারের মাধ্যমে ২৫০০ জলবায়ু বিপদাপন্ন পরিবারে উপকরণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ রয়েছে ৩৯০,০০০ ইউএস ডলার যার মধ্যে থ্রি এফ মডেলে সহায়তার ৬৮০০০ ইউএস ডলার বরাদ্দও অন্তর্ভুক্ত।
- মৎস্য বিভাগের জন্য প্রকল্পের বাজেট রয়েছে ৪১৫,০০০ ইউএস ডলার যার মধ্যে থ্রি এফ মডেলে সহায়তার ৬৮,০০০ ইউএস ডলার বরাদ্দও অন্তর্ভুক্ত। উক্ত অর্থের সাহায্যে জলবায়ু সহনশীল একোয়া কালচারের মাধ্যমে ২৫০০ জলবায়ু বিপদাপন্ন পরিবার উপকরণ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা পাবেন ।
- পশু সম্পদ বিভাগের খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৪৯০,০০০ ইউএস ডলার- যার মধ্যে থ্রি এফ মডেলে সহায়তার জন্য ৮০,০০০ ইউএস ডলার বরাদ্দও অন্তর্ভুক্ত। উক্ত অর্থে ২৫০০ জলবায়ু বিপদাপন্ন পরিবার প্রশিক্ষণ ও বিকল্প জীবিকায়নের সহায়তা পাবেন।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ২৫ কি. মি. বেড়িবাধ সংস্কার করা হবে। এর মাধ্যমে প্রায় ৫০০০ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বিভিন্নভাবে জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রকল্পে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৮০,৫০০ ইউএস ডলার।

৩.০. **আলোচনা ঃ**

৩.১. সভায় উপকারভোগী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, কর্ম এলাকা নির্বাচন, বেইজলাইন সার্ভে, সংস্থার জন্য আলাদা আলাদা কর্মপরিকল্পনা তৈরি, বাজেট বিভাজন ও বাজেট ব্যবহারের প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব নূরুল করিম, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি চীফ জনাব শামসুর রহমান, ইউএনডিপির প্রতিনিধি জনাব আরিফ এম ফয়সাল ও আইসিবিএ-এআর প্রকল্পের ব্যবস্থাপক জনাব মোজাম্মেল হক প্রকল্প পরিচালকবৃন্দের উত্থাপিত প্রশ্নের ব্যখা দেন ও বাজেটের আলোকে সঠিকভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় প্রকল্প পরিচালকগণ বলেন, যেহেতু প্রকল্পটি অনেক বিলম্বে শুরু হয়েছে, সেহেতু ২০১৭ এর জুনের মধ্যে সংস্থাগুলোর নামে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা কঠিন হবে। সভায় বলা হয়, যেহেতু সরকারের অর্থ বছর (জুন-জুলাই) ও ইউএনডিপির অর্থ বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) এক নয়। ফলে প্রকল্পের মূল হিসাব থেকে প্রকল্প পরিচালকদের নামে জুনের মধ্যে অর্থ ছাড় করা হবে। পরে প্রকল্প পরিচালকগণ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এই বরাদ্দ ২০১৭ এর মধ্যে স্ব স্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নে খরচ করতে পারবেন।

সভায় ইউএনডিপির প্রতিনিধি জানান, প্রতিটি সংস্থার সাথে একটি করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে। এক্ষত্রে তাদের কার্যাবলী কী হবে তা ToR এ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সভায় ইনোভেটিভ কর্মকাণ্ড গ্রহণে প্রকল্প পরিচালকদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

প্রকল্প পরিচালকগণ জানতে চান, এ প্রকল্পের অনেক কর্মকাণ্ড যেহেতু তাদের কর্ম এলাকার বাইরে, সেক্ষেত্রে কর্মসূচির পরিবীক্ষণের জন্য মাঠ পরিদর্শন, আইটি ইকুইপমেন্ট ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য অর্থ বরাদ্দ আছে কিনা। জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রতিটি সংস্থার নামে যে বাজেট বরাদ্দ রয়েছে তার আলোকে বাজেটের বিভাজন করে মাঠ পরিদর্শনসহ যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি চীফ জনাব শামসুর রহমান বলেন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের আলোকে কর্মসূচি ভিত্তিক একটা খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট উপস্থাপন করবেন। পরে খসড়া কর্মপরিকল্পনা যাচাই বাছাই পূর্বক প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন। সভায় ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির ক্ষেত্রে কমিউনিটিতে কর্মরত ইউএনডিপির কর্মীদের সহায়তা গ্রহণেরও বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় প্রকিউরমেন্ট এর ক্ষেত্রে সরকারি রুলস বা পিপিআর অনুসরণেরও পরামর্শ দেয়া হয়।

সভায় জানানো হয় বিগত প্রকল্পে ডিপিডিদের পাওয়ার ডেলিগেশনের বিষয়ে অডিট আপত্তি ছিল। কিন্ত এ প্রকল্পে যেহেতু তাদের পিডি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেহেতু এ ধরনের সমস্যা হবার সম্ভাবনা নেই।

সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপককে প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সর্বদা সংযুক্ত থাকার পরামর্শ দেয়া হয় ও প্রকল্প এলাকায় কর্মরতদের মাঠ কর্মীদের সহায়তা নিতেও পরামর্শ দেয়া হয়। সভায় মৎস্য বিভাগের বাজেটে কোড ৪৮৯৯ ভুল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায়-এর সংশোধন কোড ৬৮৫১ করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

৩.০. সিদ্ধান্ত ঃ

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

সিদ্ধান্ত নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
৩.১	প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ এক সপ্তাহের মধ্যে স্ব স্ব বিভাগের ব্যংক হিসাব খুলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটকে অবহিত করবেন।	স্ব স্ব প্রকল্প পরিচালক
৩.২	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের আলোকে একটা খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৩.৩	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রণীত খসড়া কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে যাচাই বাছাই পূর্বক প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ স্ব স্ব বিভাগের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন যা মাঠ পরিদর্শনের ভিত্তিতে সংযোজন-বিয়োজন করে চূড়ান্তভাবে প্রণয়নপূর্বক প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।	স্ব স্ব প্রকল্প পরিচালক
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এক সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাজের পরিধি (ToR) ও সমঝোতা স্মারকের (MoU) ড্রাফট তৈরি করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রলায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৩.৫	মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক ও ইউএনডিপির সমন্বয় একটি মাঠ পরিদর্শন টিম গঠন করে দ্রুত কর্ম এলাকা পরিদর্শন করবেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট মাঠ পরিদর্শনের বিস্তারিত কর্মসূচিসহ একটি সিডিউল তৈরি করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করবেন।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৩.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট অতিদ্রুত উপকারভোগী ও গ্রাম নির্বাচনের শর্তাবলীর খসড়া তৈরি করে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করবেন।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৩.৭	চলতি অর্থবছরের জন্য যে বাজেট রয়েছে তার অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) কৃর্তক প্রণীত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (AWP) পুন:সংশোধন করে অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট

৪.০. অতঃপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নূরুল করিম)
অতিরিক্ত সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ও
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, ICBA-AR প্রকল্প